দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার ০৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯
২১ মে ২০১২

তিনি 'মেডিসিন বাবা'!

● আন্তর্জাতিক ডেস্ক ●

তার ঘুম ভাঙ্গে ভোর ৬টায়। এরপরপরই তিনি তার ভাড়া বাসা থেকে বের হয়ে বাসে চড়ে চলে যান শহরের অভিজাত এলাকাগুলোতে। সেখানে বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকজনের কাছে তিনি জানতে চান, আর ব্যবহার করবেন না এমন বাড়তি ওষুধ তাদের কাছে আছে কি না। যদি থাকে তবে সেগুলো তিনি সংগ্রহ করেন। সারা দিন ওষুধ সংগ্রহ করে এবার শুরু করেন তার সেবা সার্ভিস। ওষুধগুলো তিনি দেন সেই সব রোগীদের যাদের টাকার অভাবে ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই। তিনি বিভিন্ন হাসপাতাল এবং দাতব্য চিকিৎসালয়েও ওষুধ বিতরণ করেন। মানুষের ফেলে রাখা ওষুধে তিনি এভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন হাজার হাজার মানুষের জীবন।

এই 'তিনি' হলেন ওমকার নাথ শর্মা। ৭৫ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ বাস করেন ভারতের রাজধানী দিল্লির মংলাপুরি এলাকায়। শহর কিংবা গ্রামের রোগীরা নিজেদের চিকিৎসার জন্য যেসব ওষুধ কেনেন, অসুখ সেরে যাবার পর সেসব ওষুধ ঘরেই ফেলানো থাকে। একসময় তা চলে যায় ময়লার ঝুঁড়িতে। কিন্তু ওমকার নাথ শর্মা জীবন রক্ষাকারী ওষুধগুলোকে ময়লার ঝুড়িতে যেতে দেন না। তার আগেই তিনি ওইসব ওষুধ সংগ্রহ করেন। শর্মা সারা ভারতে পরিচিতি পেয়েছেন 'মেডিসিন বাবা' নামে। তিনি কেবল সেসব ওষুধ সংগ্রহ করেন যেগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি। তিনি কেবল তাদের ঔষধ দেন, যাদের চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন আছে।

মেডিসিন বাবা, ওষুধ সংগ্রহে বের হন কমলা রঙ্গের একটি শার্ট পরে যার উপরে লেখা থাকে -দরিদ্র রোগীদের জন্য ভ্রাম্যমান মেডিসিন ব্যাংক। ওমকার শর্মা সারা মাসে যে সব অব্যবহৃত ঔষধ সংগ্রহ করেন তার আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ভারতীয় রুপি। এগুলো তিনি বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয় এবং গরীব রোগীদেও মাঝে বিতরণ করেন। তবে রোগীরা তার ওষুধ নিতে গেলে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দেখাতে হবে। কারণ, ওষুধের খামখেয়ালি ব্যবহার জীবন বাঁচানোর পরিবর্তে জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে।

কেন তার এই ব্যাতিক্রম উদ্যোগ। ভিক্ষার মতো বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেডিসিন সংগ্রহের শুরুটা কিভাবে। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন করা হলে শর্মা বলেন, ২০০৮ সালে দিল্লিতে মেট্রো ব্রিজের দূর্ঘটনায় দুটো তাজা প্রাণ ঝরে যায়। আহত হয় বহু সংখ্যক শ্রমিক ও পথচারী। আমি দেখেছি, জীবন রক্ষাকারী ওষুধের জন্য তারা কিভাবে হন্যে হয়ে ঘুরছে। তাদের কষ্ট দেখে আমি মনে মনে শপথ করেছিলাম যে তাদের জন্য কিছু করব। তারপর যে চাকরিটা করতাম সেখান থেকে অবসর নিয়ে নিলাম। নিজের টাকায় ওষুধ কিনে দেয়ার সামর্থ্য নেই, তাই মানুষের অব্যবহৃত ওষুধ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিলাম।

দিল্লির সরকারি হাসপাতাল গুলোতে চিকিৎসা ফ্রি। কিন্তু সেখানে অতিরিক্ত রোগীর চাপ। লোকবল অত্যন্ত কম। তাছাড়া সেখানে দামি ও জীবন রক্ষাকারী ওষুধ গুলো খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একটি জরিপে ২০০৪ সালে দেখা যায় ভারতে ৬৪৯ মিলিয়ন মানুষ প্রয়োজনীয় ওষুধ হতে বঞ্চিত। দিল্লির বাসিন্দা শ্যামলাল বলেন, মেডিসিন বাবার ওষুধই আমার একমাত্র সন্তান কে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমার সামর্থ্য ছিলনা সন্তানের জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন করা দামি ঔষধ কেনার। আমি তার নিকট ঋণী। মেডিসিন বাবার সংগ্রহ করা ঔষধ নিয়মিত খাচ্ছেন এমন একজন এ্যাজমা রোগী বিমলা রাণী। তিনি অন্যের বাসায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ইনহেলার কেনার স্বামর্থ্য তার নেই। মেডিসিন বাবার দেয়া ইনহেলার ব্যবহার করেই তিনি সুস্থ আছেন। মেডিসিন বাবা বলেন, অনেক লোক আছে যারা সামান্য ব্যথা নিরাময় ওষুধও কিনে খেতে পারেনা। তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দিতে পেরে তিনি আনন্দিত। দিল্লির একটি দাতব্য ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী বলেন, মেডিসিন বাবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে চলেছেন। তার অবদান তার ক্লিনিকে একটি নতুন ধারা এনেছে। শর্মা যে সব ওষুধ সংগ্রহ করেন তার বেশ কিছু দামী ওষুধ চলে যায় বড় বড় হাসপাতালগুলোতেও। কিন্তু তিনি তার নিজের ক্লিনিকের জন্য রাখেন শুধুমাত্র এন্টিবায়োটিক ও সিরাপ। পশ্চিম দিলির পাটেল নগর সেকশনের শিশুদের চিকিসাকেন্দ্রের ডা. অমিত বলেন, আমি তাকে ৫ বছর যাবৎ চিনি। আমার ক্লিনিকের শতকরা ১০ ভাগ ওষুধই মেডিসিন বাবা দিয়ে থাকেন।

শর্মার ওষুধগুলো রোগীদের দেয়ার আগে সব ক্লিনিকই সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিন্তু তার যোগান দেয়া ওষুধ কোনোদিন মেয়াদউত্তীর্ণ পাওয়া যায়নি। ওষুধ সংগ্রহ করার ব্যাপারে তিনি অনেক সচেতন। তার এই সফল উদ্যোগ দেখে দিল্লিতে অব্যবহৃত ওষুধের ব্যাপারে একপ্রকার গণসচেতনা তৈরী হয়েছে। অনেক চিকিৎসক বলছেন, ধনী লোকেরা অনেক দামি দামি ওষুধ কিনে খান। অসুখ সেরে গেলে ওষুধগুলো ফেলে রাখেন কিংবা ফেলে দেন। তাই শর্মার মতো এমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করা উচিত যাতে লোকজন অব্যহৃত ওষুধগুলো ফেলে না দিয়ে দান করে দিয়ে মূল্যবান জীবন বাঁচায়।